প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া পরিবেশ সুরক্ষায় আপোষহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অত্র দপ্তর পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন কল্পে প্রণীত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধনীসহ) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (সংশোধনীসহ) অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম ও সেবা প্রদান করে যাচ্ছে-

অত্র বিভাগীয় কার্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান কার্যক্রম হলো:-

১) এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম (ক্ষতিপূরণ আদায়+মামলা দায়ের+কারখানা বন্ধকরণ);

২) গবেষণাগারে নমুনা বিশ্লেষণ;

৩) শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের ছাড়পত্রের আবেদন প্রচলিত বিধিমোতাবেক প্রক্রিয়াকরণ;

৪) প্রশাসনিক কার্যক্রম;

৫) বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজ সম্পাদন;

৬) পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ-

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণ জরীপ, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা;
  নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্প কারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান;
- সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্বিচারে পাহাড় কর্তন রোধ, যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যরে নমুনা বিশ্লেষণ;
- দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রোটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ;
- পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদ্যাপন;
- সময় সময়ে পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন (স্টেট অব এনভায়রনমেন্ট রিপোর্ট) ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;
- পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণাকর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/উদ্যোগ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি আয়োজন ;
- দেশের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন।